ভারতবর্ষীয় ইংরাজ।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক

অনুবাদিত।

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীরণগোপাল চক্রবর্ত্তী দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৫৫নং অপার চিৎপুর রোড্।

সন ১৩১৪ সাল।

মূল্য ।০ আনা।

ভারতবর্ষীয় ইংরাজ।

ইংরাজেরা এদেশ জয় করিয়া শতাব্দীর অধিক কাল আমাদের উপর রাজত্ব করিতেছে কিন্তু এদেশীয়দিগের সহিত এখনও তাহাদের সদ্ভাবের কোন চিহ্ন দৃষ্ট হয় না। ইহা যেমন আক্ষেপের বিষয় তেমনি অনিবার্য্য ঘটনা বলিতে হইবে। আমাদের দেশের যে কোন ব্যক্তি ব্রিটিষ-সিংহকে তাহার নিজ গহ্বরে দর্শন করিয়াছে সেই তাহার মহান্ উদার ভাব দেখিয়া বিমোহিত হয় কিন্তু সেই সিংহ যখন বিদেশে আসিয়া বিচরণ করে তখন তাহার তর্জ্জন-গর্জ্জন-কারী বিকট মূর্ত্তি দর্শন করিয়া লোক-সকল শশব্যস্ত হয়। যে ইংরাজ সেই ইংলণ্ডে, সেই ইংরাজ এই ভারতে—তবে তাহার অবস্থান্তর হইবার কারণ কি? শুধু আমরা নই—কিন্তু তাহাদের আপনাদের লোকেরাও এই পরিবর্ত্তন দেখিয়া অনেক সময় বিস্ময়াপন্ন হয়। এদেশে একজন ইংরাজ যে সকল ঘটনার মধ্যে নিপতিত হয় তাহা এরূপ বিসদৃশ—যে ইহার মধ্যে পড়িয়া কতক বৎসরের মধ্যেই তাহার প্রকৃত মহৎ ভাব অন্তর্হ্ত হয়; অথবা তাহাদিগের সমাজ-প্রণালীর এরূপ শাসন যে তাহাতে সে বাধ্য হইয়া সভ্যতার আবরণে তাহার প্রকৃত নীচভাব স্বদেশে গোপন করিয়া রাখে, বা প্রকাশ করিবার অবসর পায় না—কিন্তু যখনি সে বিদেশে গিয়া

স্বীয় সামাজিক বন্ধন হইতে মুক্ত হয় তখনই সে নিজ মূর্ত্তি ধারণ করে—আঙ্গ্লো-ইণ্ডিয়ান নামে এক নূতন জীব হইয়া দাঁড়ায় এবং "এই বিড়াল বনে গেলেই বন বিড়াল হয়" এই প্রবাদটীর সত্যতা প্রকারান্তরে সপ্রমাণ করে।

যে কারণেই হউক, ইংলণ্ডবাসী ইংরাজের স্বভাব এক প্রকার—ভারতীয় ইংরাজের ভাব অন্য প্রকার বলিয়া আমাদের চক্ষে প্রতীয়মান হয়। বিলাতে গিয়া ইংরাজদের সঙ্গে সমানভাবে মিশিলে মেশা যায়। তাহাদের ভোজনালয়ে বসিয়া একত্রে আহারাদি কর—ক্রীড়াকাননে তাহাদের সহিত একত্র আমোদ আহ্লাদ কর—ইংরাজ-পরিবারে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার গৃহিণীগণের সহিত মন খুলিয়া আলাপ কর, সকলি সম্ভবে। কত আদরের সহিত তাহারা তোমাকে গ্রহণ করিবে—সখা বলিয়া তোমার প্রতি হস্ত প্রসারিত করিবে—অভ্যাগত বলিয়া আতিথ্য-সৎকারের ক্রটি করিবে না। যিনি কোন ইংরাজ-পরিবার মধ্যে বাস করিয়া প্রাতঃকালে গৃহিণীর সহাস্য বদনে সুপ্রভাত অভিবাদন ও রাত্রে শয়নের পূর্ব্বে সৌরাত্র অভিবাদনে অভিনন্দিত হইয়াছেন তিনি তাহা কখন বিস্মৃত হইতে পারেন না। ইংরাজ-স্ত্রী হইতে বিদেশীয়-গণ যে সেবা শুশ্রূষা পান তাহাতে তাঁহাদের ইংলণ্ড-বাস প্রবাস বলিয়াই বোধ হয় না। ভারতবর্ষীয় মাত্রই সে দেশে সম্মানের সহিত গৃহীত হয়—ভারতবর্ষীয় ধনাঢ্য ব্যক্তি তথায় যুবরাজ বলিয়া সমাদৃত হন।

ঐ এক ছবি—এদেশে দেখ আর এক চিত্র। সেই ইংরাজদের সহিত এদেশে আলাপ করিতে যাও দেখিবে তাহাদের আর সে ভাব নাই। তাহাদের গৃহদ্বার রুদ্ধ। হাস্যালাপের পরিবর্ত্তে

ভ্রুকুটি। তাহারা আপনাদের দলবল লইয়া যে ব্যূহ বন্ধন করে সাধ্য কি যে, এদেশীয় কোন ব্যক্তি তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে। তাহাদের রাত্রি আমাদের দিন—আমাদের দিন তাহাদের রাত্রি। তাহাদের আমোদ আহ্লাদ স্বতন্ত্র—আমোদ প্রমোদের স্থান স্বতন্ত্র। তাহাদের ক্লবে আমাদের প্রবেশের অধিকার নাই। ইংলণ্ডে গিয়া আমাদের মধ্যে যে সকল ব্যক্তি তাঁহাদের ধনাঢ্য কুলীনদিগের সহিত একাসনে উপবেশন করেন এখানে হয়ত তাঁহারা সামান্য ইরাজ-সমাজ হইতেও পরিচ্যুত। তাহা-দের গার্হস্থ-জীবনের সহিত এদেশীয়দিগের কোন সম্পর্ক নাই। আমরা ইংরাজদের যাহা কিছু দেখিতে পাই তাহা কেবল কর্ম্মক্ষেত্রে। ইংরাজ বিচারাসনে—আমরা উকীল হইয়া তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হই; ইংরাজ প্রভূপদে—আমরা দাস হইয়া তাঁহার সেবা করি; ইংরাজ শাসনকর্ত্তা—আমরা যোড়-হস্তে তাঁহার দরবারে উপস্থিত হই। মুসলমানদের রাজত্ব-কালে হিন্দু মুসলমানে পার্থক্য ছিল সন্দেহ নাই কিন্তু ক্রমে সে ভাব অনেক শিথিল হইয়া আসিয়াছিল। মুসলমানদের আচার ব্যবহার হিন্দু-দের আচার ব্যবহারে অনেক সৌসাদৃশ্য ছিল। মুসলমান রাজা হিন্দুমন্ত্রীর পরামর্শ লইতে সঙ্কুচিত হইতেন না, হিন্দু বীরকে সেনা-পতি পদে নিযুক্ত করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। যেমন তাঁহাদের পরস্পর মধ্যে দ্বেষাগ্নি প্রজ্বলিত ছিল তেমনি সখ্য বন্ধনেরও নানা উপকরণ বিদ্যমান ছিল। কিন্তু ইংরাজ ও এদেশীয়দের সম্বন্ধ অন্য প্রকার—তাহাদের পরস্পর বিচ্ছিন্ন ভাব বোধ হয় না যে কোন কালে বিদূরিত হইবে।

সে দিন আমার দুইটি মহারাষ্ট্রীয় বন্ধুর মধ্যে এবিষয়ে কথোপ-

কথন হইতেছিল। একজন বলিলেন "ইংরাজেরা আমাদের দেশ সুশাসন করিতেছেন তাহা কি বোধবিশিষ্ট ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারেন ? দেখ তাঁহারা না থাকিলে আমাদের কি দুর্দ্দশাই হইত। আমরা পরস্পর পরস্পরের উপর খড়্গাঘাত করিয়া দেশকে রক্তে প্লাবিত করিতাম—যাহার বল তাহারই রাজ্য—অধর্ম্মেরই জয়। রাজবিদ্রোহ, অরাজকতা—প্রজাপীড়ন—ঠগি ডাকাতি এই সকল সাঙ্ঘাতিক অমঙ্গল হইতে ভারতের অধঃপাতে যাইবার উপক্রম হইয়াছিল—ইংরাজ-তরবার ভারত-ভূমিকে এ সকল বিপত্তি হইতে উদ্ধার করিয়াছে। ইংরাজদের আগমনে এদেশে সুশৃঙ্খল রাজ্য সংস্থাপিত হইয়াছে—দস্যু তস্করের ভয়—বর্গীদিগের অত্যাচার—পিণ্ডারীগণের আক্রমণ-ভয় বিদূরিত হইয়াছে। ধন প্রাণ সুরক্ষিত—পরিশ্রম স্বেচ্ছাধীন ও বন্ধন-শূন্য, সুতরাং প্রত্যেকে আপন আপন শ্রমের ফল নির্ব্বিঘ্নে উপভোগ করিতেছে। বাণিজ্য-ব্যবসা বিস্তারে দেশের কিরূপ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে—কত জঙ্গল পরিষ্কৃত হইয়াছে—কত মরুভূমিতুল্য স্থান আবাদ হইয়াছে। লৌহ-পথ ও বাষ্পপোতের দ্বারা চলাচল সুগম হইয়াছে। প্রবাসস্থ বন্ধুগণের নিকট হইতে পত্রাদি পাইবার কেমন সুযোগ—আকাশের তড়িৎ পর্য্যন্ত একার্য্যে নিযুক্ত। আবার দেখ আমাদিগকে বিদ্যাদানে আমাদের রাজপুরুষের কেমন নিঃস্বার্থ যত্ন। আমাদের চক্ষু ফুটাইলে পাছে তাঁহাদের ভবিষ্যতে কোন হানি হয় ইহার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া তাঁহারা আমাদিগকে বিদ্যাশিক্ষা দিবার জন্য কত শত বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। ধর্ম্মের উপর, সমাজের রীতি-নীতির উপর তাঁহারা হস্তক্ষেপে বিরত। বুদ্ধি ও চিন্তা-শক্তির

উপর কোন শৃঙ্খল নাই। এ রাজ্যে বাস করিয়া মন খুলিয়া আপনাদের সুখ দুঃখ প্রকাশ করিতে পারিতেছি। সর্ব্বসাধারণের হিতজনক রাজনিয়ম-প্রভাবে প্রত্যেকে আপন মনের স্ফূর্ত্তিতে স্বচ্ছন্দে ইচ্ছামত কার্য্য করিতে ও জগতের হিতসাধনে নিযুক্ত হইতে পারিতেছি। আর কি চাও? এত উপকার প্রাপ্ত হইয়াও তোমরা ইংরাজ-রাজ্যের বিপক্ষে লেখনা চালনা করিতে ক্ষান্ত নহ? আর ইহাও যে করিতে পার সে কেবল ইংরাজ-রাজের অনুগ্রহে, তাঁহারা মনে করিলে মুহূর্ত্তের মধ্যে সমস্ত দেশীয় সংবাদপত্রের মুখ-বন্ধ করিয়া দিতে পারেন। অতএব এই সকল উপকার স্মরণ করিয়া আমাদের রাজপুরুষদের প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।”

আমার অপর বন্ধু উত্তর করিলেন—“এই সকল যুক্তি আমাদের হৃদয়ঙ্গম হয় না। বিদেশীয় রাজার প্রতি রাজ-ভক্তি উদয় হওয়া সহজ নহে। তবে যদি তাঁহারা স্বদেশীয় রাজার ন্যায় পিতৃ-ভাবে শাসন করেন, তবেই তাহা সম্ভব, নচেৎ নয়। দেখ এই বিদেশীয়-দিগের দ্বারা ভারতের যথাসর্ব্বস্ব অপহৃত হইতেছে কি না। বিলাতে এক গবর্ণমেণ্ট—এদেশে এক গবর্ণমেণ্ট—ওদিকে মন্ত্রীদল-পরি-বেষ্টিত সেক্রেটরি অফ্ ষ্টেট্, এদিকে রাজপ্রতিনিধি গবর্ণর-জেনেরল, গবর্ণর, লেফ্টনেণ্ট গবর্ণর, কমিসনর প্রভৃতি অধিপতিগণ আমাদের দেশ হইতে কত কোটি কোটি টাকা লুটিয়া লইতেছেন। বিদেশীয় সৈন্য-রক্ষার জন্য কত ব্যয় হইতেছে। রাজপুরুষদের ধর্ম্মযাজকগণ ‘হীদেন’ প্রজা-নিষ্পীড়িত ধনকোষ হইতে অবাধে অর্থ সংগ্রহ করিতে কিছুই মনে করেন না। কত দিক দিয়া ভারতের রক্ত শোষণ হইতেছে তাহার ঠিকানা নাই। পিণ্ডারীদের উপদ্রব নাই সত্য বটে কিন্তু প্রজাগণের দারিদ্র্য-নিবন্ধন কষ্ট তেমনি প্রবল।

কত প্রকার রাজস্বের সৃষ্টি হইতেছে তাহার সীমা নাই। আমাদের উপর যে ভূরি ভূরি আইন বর্ষণ হইতেছে তাহাতে আমাদের বাস্তবিক উপকার কি অপকার তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। সর্ব্বত্রই শুনা যায় যে, পূর্ব্বে আমাদের পরস্পর-ব্যবহারে যে সত্য ও সরলতা ছিল তাহা একালে আর নাই। পূর্ব্বে আমাদের এক কথার যে মূল্য ছিল, এখনকার শত দলিল দস্তাবেজের সে মূল্য নাই। যে প্রদেশে ইংরাজি আদালত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—ইংরাজি আইন প্রচলিত হইয়াছে সেখানেই কপটতা—কুটিলতা—জাল—মিথ্যাশপথ প্রশ্রয় পাইতেছে। চোর ডাকাতের ভয় নাই সত্য কিন্তু আমরা নিরস্ত্র ও আত্মসংরক্ষণে অসমর্থ হইয়া ক্রমেই বলবীর্য্যহীন নির্জীব হইয়া পড়িতেছি। পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতাপে আমাদের জাতীয় গৌরব হ্রাস হইতেছে। বিদেশীয় বাণিজ্য ব্যবসা বৃদ্ধি পাইতেছে বটে কিন্তু তাহার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ক্রমে আমাদের দেশীয় ব্যবসায়ের লোপাপত্তি হইতেছে—কত কত দেশীয় শ্রমোপজীবির অন্ন মারা যাইতেছে। এ সকল সত্ত্বেও অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, ইংরাজ-শাসনে আমাদের দেশের অনেক উপকার সাধিত হইয়াছে—কিন্তু ইহাও বলিতে হইবে যে সে শাসন ভয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত, প্রীতির উপর নহে। আমাদের সঙ্গে ইংরাজদের মমতা নাই। পূর্ব্ব-পশ্চিমের মধ্যে ভাবের কেমন অমিল। রাজা যখন বিদেশী—জেতৃ-বিজিতের মধ্যে যখন এত বিষয়ে অনৈক্য তখন আমাদের সঙ্গে তাঁহাদের সম্বন্ধ কেবল স্বার্থ-সম্বন্ধ বলিয়াই প্রতীতি হয়। আমরা বলি ইংরাজেরা আমাদের জন্য যাহা করিতেছেন তাহা হয় দায়ে পড়িয়া নতুবা স্বার্থসাধন উদ্দেশে। 'তাঁহাদের রাজ্য—রাজ্যের সুশৃঙ্খলা আবশ্যক। তাঁহারা সভ্যজাতি—সভ্যতার অনুরোধে

আমাদিগকে বিদ্যা শিক্ষা দিতে হইতেছে। এদেশীয় লোকে শিক্ষিত না হইলে রাজকার্য্য চলিবে কি প্রকারে? তথাপি দেখা যাইতেছে তাঁহারা সহজে আমাদিগকে সমান অধিকার প্রদানে সম্মত নহেন। আমাদিগকে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত করিতে সহজে তাঁহারা স্বীকৃত হন না। সিবিল সর্বিস সর্ব্ব সাধারণের জন্য মুক্ত কিন্তু সে কেবল নামমাত্র। সিবিল সর্বিসে প্রবেশের নিয়মাবলী এরূপ কল-কৌশলে সংরচিত যে এদেশীয়দের জন্য তাহার প্রবেশ-দ্বার অবরুদ্ধ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সৈনিকদলের মধ্যে প্রবিষ্ট হইবার পথ আমাদের সম্বন্ধে একেবারেই রুদ্ধ। এই সকল দেখিয়া আমাদের মধ্যে অনেক কৃতবিদ্যও মনে করেন যে ইংরাজেরা মুখে যাহাই বলুন, তাঁহাদের আন্তরিক ইচ্ছা এই যে আমরা প্রভুদাসের সম্বন্ধ যেন কখন বিস্মৃত না হই। তাঁহাদের ইচ্ছা যে আমরা অনাবৃত *পদে, গললগ্নীকৃত বস্ত্রে, সেলাম করিতে করিতে তাঁহাদের সম্মুখে* দণ্ডায়মান হই। এবিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে, ভয় অপেক্ষা প্রীতির আকর্ষণী শক্তি অধিক। শস্ত্রের বলে ভারতের কোটি কোটি প্রজাপুঞ্জকে বশে রাখা সহজ নহে। দেশীয় বিদেশীয়দের মধ্যে যাহাতে প্রীতি ও একতা স্থাপিত হয় তাহাই স্থায়ী মঙ্গলের সোপান। আমরা চাই যে ইংরাজেরা আমাদের সহিত ভদ্র ব্যবহার করুন, এদেশীয়দিগকে আপনাদের সঙ্গে সমান অধিকার প্রদান করুন, কৃষ্ণ শ্বেত বর্ণের মধ্যে প্রভেদ যতদূর সাধ্য বিলুপ্ত করুন, এদেশীয়দের উপর কঠোর বিচ্ছিন্নভাব না রাখিয়া তাহাদের সহিত সখ্য ও সমতা বন্ধন করুন, আমরা আর অধিক কিছু প্রার্থনা করি না। তাঁহারা যদি সৎভাবে আমাদের দিকে একপদ অগ্রসর হন, আমরা শতপদ অগ্রসর হইয়া তাঁহাদিগকে ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত।"

তৎপরে তিনি আমাকে মধ্যস্থ মানিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি ত ভাই ইংরাজদের সঙ্গে অনেক মিশিয়াছ, তোমার মনে তাঁহাদের গুণাগুণ কিরূপ দাঁড়াইয়াছে?" আমি উত্তর করিলাম, "মানুষ অপূর্ণ জীব—দোষ গুণ সকল মানুষেরই আছে, ইংরাজদের চরিত্রও এনিয়মের বহির্ভূত নহে, কিন্তু আমার মনে হয় যে তাঁহাদের সঙ্গে আমাদের এক্ষণকার অপেক্ষা ঘনিষ্ট সম্বন্ধ হইলে উভয় পক্ষেরই মঙ্গল। আমি অনেক সময় মনে করিয়া দেখি এদেশীয় ইংরাজদের মধ্যে আমার কেহ বন্ধু আছে কি না? তাহাদের সঙ্গে আমি একত্র পানভোজন করিয়াছি, ক্রীড়ালয়ে একত্রে ক্রীড়া করিয়াছি, কর্ম্ম-কাজ প্রসঙ্গে অনেক সময় মিলিত হইয়াছি, তাদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ আলাপ পরিচয় আমার সর্ব্বদাই হইয়া থাকে, কিন্তু কৈ, একজনকে এমন দেখি না যাহাকে আপনার বন্ধু বলিয়া আলিঙ্গন করিতে পারি, সখা বলিয়া যাহার নিকট আপনার মনের দ্বার মুক্ত করিতে পারি। একজন ভদ্র ইংরাজ আমার সম্মুখে হয়ত আমার স্বজাতির নিন্দা করিতে বিরত হইতে পারেন কিন্তু আমার পশ্চাতে কি করেন তাহা জানাই আছে। দেখা হইলে 'ভাল আছেন' বলিয়া অভিবাদন অথবা সময়ে সময়ে ভোজনের নিমন্ত্রণ অথবা ভদ্র-রীতি-অনুসারে কথোপকথন—ইহা অপেক্ষা অধিক অনুরাগ সঞ্চারের কোন সম্ভাবনা দেখি না। তবে অবশ্য বলিব যে কর্ত্তব্য-জ্ঞান ইংরাজ-প্রকৃতির এক অসাধারণ গুণ। কর্ত্তব্যের অনুরোধে ইংরাজেরা সকল প্রকার কষ্ট সহ্য করিতে প্রস্তুত, সকল প্রকার ত্যাগস্বীকার করিতে তৎপর।" আমার বন্ধু বলিলেন, "ইংরাজেরা আমাদের সঙ্গে ভাবে মিলিয়া চলিবে ইহা সম্ভবপর নহে। আমাদের আশা অতদূর উঠিতে সাহস করে না। তাহারা যে এদেশীয়দিগকে

আপনাদের জাত-ভায়ের সঙ্গে সমান চক্ষে দেখিবে অথবা সমান অধিকার প্রদান করিবে এরূপ আশা দুরাশা মাত্র। আমরা আর অধিক কিছুই চাই না, আমরা তাঁহাদের এইটুকু ভদ্র ব্যবহারেই সন্তুষ্ট। নিতান্ত 'নিগার' বলিয়া আমারদিগকে ঘৃণা না করেন তাহা হইলেই যথেষ্ট। কিন্তু ততটুকু দাক্ষিণ্যভাবও দুর্লভ। দুঃখের কথা কি কহিব, সে দিন আমার কন্যার বিবাহোপলক্ষে কলেক্টর সাহেবের নিকট রাস্তা দিয়া বাদ্য বাজাইয়া যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিলাম। তিনি আবশ্যকমত পরওয়ানা দিতে স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু আমি সমস্ত আয়োজন করিয়া সময় কালে দেখি যে, সাহেবের অনুতাপ উপস্থিত। তিনি পুলিষদূত কর্ত্তৃক বলিয়া পাঠাইলেন যে তাঁহার মাডামের শরীর ভাল নাই, টম্ টম্ বাদ্য তাঁহার বাটীর নিকট দিয়া বাজাইয়া যাইবে ইহা তাঁহার সহ্য হইবে না, অতএব পরওয়ানা বন্ধ করিতে বাধ্য হইলেন। বাদ্যের অভাবে বিবাহের উৎসব ভঙ্গ হইল ও আমার গৃহের স্ত্রীগণের হৃদয়ে কিরূপ আঘাত লাগিল তাহা বুঝিতেই পার। এক মিনিটের জন্য এই বাদ্য তাঁহার মাডামের শ্রুতিকর্কশ বোধ হইবে এই আশঙ্কায় সাহেব আমার সমুদয় কুল-কামিনীকে বিষাদে মগ্ন করিতে কিঞ্চিন্মাত্রও কুণ্ঠিত হইলেন না। এইরূপ স্বার্থপরতা দেখিয়া ইংরাজদের প্রতি আমাদের অশ্রদ্ধা হয়। তাঁহারা আমাদের রীতিনীতি এত অল্প জানেন ও সেই অনভিজ্ঞতা বশতঃ সময়ে সময়ে এমত অদ্ভুত নিয়ম-জারী করেন যে আমাদের বৃথা মনক্ষোভ জন্মানো ভিন্ন আর কিছুই তাহার উদ্দেশ্য বোধ হয় না। তাহার দৃষ্টান্ত দেখ—এক পাদুকা লইয়া মধ্যে মধ্যে কত গোলযোগ উপস্থিত হয়। তাঁহারা ভদ্র-সমাজে গেলে টুপি খুলিয়া যান, আমরা মস্তক আবৃত রাখি কিন্তু

তাঁহারা মনে করেন যে বড়লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলে অনাবৃত পদে যাওয়া আমাদের ভদ্ররীতি। এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া এইক্ষণে তাঁহারা নিয়ম করিয়াছেন যে ইংরাজ-মহলে বুট পরিয়া যাইবার বাধা নাই কিন্তু দেশীয় পাদুকা ব্যবহার নিষিদ্ধ। জান ত পারসীরা কেমন রাজভক্ত, তাহারা আপনাদের রাজ-ভক্তির কতই গৌরব করে! সে দিন পুনার গবর্ণরের এক দরবারে একজন সম্ভ্রান্ত পারসী পুরোহিত উপস্থিত হন। গিয়া দেখেন প্রবেশের অনুমতি নাই—অপরাধের মধ্যে তিনি দেশীয় পাদুকা পরিয়া গিয়াছিলেন। দ্বারপাল-কর্তৃক নিষিদ্ধ হইয়া তিনি প্রাইবেট সেক্রেটরির নিকট বলিয়া পাঠান। তাহার উত্তর—দেশী জুতা পরিয়া যাইতে গবর্ণর সাহেবের হুকুম নাই!! অনেক কাকুতি মিনতিতে কিছুই ফলোদয় হইল না। একে পারসী, তাহাতে পারসী পুরোহিত, তিনি এ অপমান গ্রাহ্য না করিয়া রাজদ্বারে যাইবার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহার দুর্দমনীয় রাজভক্তি কিছুতেই পরাজিত হইবার নহে, কি করেন, অবশেষে তাঁহার এক বন্ধুর নিকট হইতে এক জোড়া ইংরাজী বুট ধার করিয়া গবর্ণর সাহেবকে সেলাম করিয়া আসেন। আমরা ত ইংরাজদের পদানত প্রজা কিন্তু তাঁহারা এদেশীয় রাজা-রাজড়ার সঙ্গে মধ্যে মধ্যে যেরূপ ব্যবহার করেন তাহা দেখিয়া অবাক্ হইতে হয়। যোধপুরের রাজাকে রাজদরবার হইতে কিরূপে বহিষ্কৃত করা হইয়াছিল তাহা তোমার মনে থাকিতে পারে। সে দিন এক মহারাষ্ট্র পত্রে আর একটী বিবরণ পাঠ করিলাম, তাহা এই;—সম্প্রতি বোম্বায়ের গবর্ণর সাহেব কোল্হাপুর পরিদর্শন করিতে যান ও তদুপলক্ষে কোল্হাপুর মহারাজার প্রাসাদে এক দরবার হয়। মহারাজা ও

দরবারে নিমন্ত্রিত সৈনিক ও অন্যান্য ভদ্র লোক আসন গ্রহণ করিলে দক্ষিণ মহারাষ্ট্র সম্পর্কীয় জনৈক ইংরাজ সৈনিক পুরুষ দরবারে আসিয়া উপস্থিত হন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র মহারাজা আসন হইতে উঠিয়া তাঁহাকে বিনীত ভাবে সেলাম করেন। মহারাজকে উঠিতে দেখিয়া স্বয়ং গবর্ণর সাহেব ও সভাস্থ সকলে উঠিয়া দাঁড়ান ও মহারাজ সৈনিক-কর্ম্মচারীকে বসাইয়া নিজে আসন গ্রহণ করিলে তবে তাঁহারা স্ব স্ব আসনে পুনর্ব্বার উপবিষ্ট হন। এই ব্যাপার দর্শন করিয়া সভাস্থ সকলে ও নিজে গবর্ণর সাহেব পর্য্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিলেন। গবর্ণর সাহেব এই বিস্ময়জনক ব্যাপারের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে মহারাজ উত্তর করিলেন যে, তিনি তাঁহার ইংরাজ গুরুদিগের নিকট হইতে এই উপদেশ পাইয়াছেন যে যখনি কোন ইংরাজ দেখিবে অমনি আসন হইতে উঠিয়া তাঁহাকে সেলাম করিবে। ইংরাজদের এইরূপ ব্যবহারে আমরা চটিয়া যাই। বাস্তবিক ত আমরা চিরদিন পরাধীন পরাজিত জাতি, কিন্তু মৃতের উপর খড়্গাঘাতের প্রয়োজন কি? একটুকু বাহ্য ভদ্রতায় উভয় পক্ষেরই মঙ্গল। বাস্তবিক তরবারির বলে আমাদের দেশ জিত হইয়াছে কিন্তু তাহা সর্ব্বদা আমাদের চক্ষের সামনে ধরিয়া রাখিবার আবশ্যক কি? বল অপেক্ষা প্রীতিতে রাজ্যের ভিত্তি নির্ম্মাণ করা অধিক শ্রেয়স্কর ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। শস্ত্র অপেক্ষা শাস্ত্রের বল অধিক—সভ্যজাতিকে একথা বলা বাহুল্য। নূতন নূতন পদবী-বৃষ্টিতে, রাজ-সভার বৃথা আড়ম্বরে, শস্ত্রের বলে, অথবা রাজ-নীতির কৌশলে যাহা না হয়, ইংরাজেরা দেশীয়দের প্রতি একটুকু আন্তরিক সদ্ভাব ও মমতা দেখাইয়া তাহা করিতে পারেন। দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত' লোকদিগের

কষ্ট নিবারণে সাহায্যদান, অথবা কোন দেশহিতকর কার্য্যে উৎসাহ প্রদান কিম্বা দেশীয় কোন মহাত্মার বিয়োগে শোক প্রকাশ দ্বারা, ভারতের হৃদয়কে ইংরাজ রাজ্যের প্রতি তদপেক্ষা সহস্রগুণে আকৃষ্ট করিতে পারেন। কঠোর লৌহ-শৃঙ্খল ক্ষণভঙ্গুর, কিন্তু প্রেমের মোহন-শৃঙ্খল ভগ্ন হইবার নহে। ইংরাজেরা যদি আমাদের প্রীতি আকর্ষণ করিতে চান ত আমাদের সঙ্গে সমান ভাবে—আপনার মত ব্যবহার করুন, কৃষ্ণবর্ণের জন্য এক নিয়ম, শ্বেত বর্ণের জন্য স্বতন্ত্র নিয়ম, এ ভাব পরিত্যাগ করুন। আমরা সকলেই সেই এক সাম্রাজ্ঞীর প্রজা, অতএব আমরা সকলে সদ্ভাবে মিলিয়া কার্য্য করিলে রাজ্যের যথার্থ গৌরব রক্ষা হয়।"

ইংরাজ-ভক্ত গোবিন্দরাও বলিলেন—"বিদেশীয় রাজা বলিয়া যাই বল, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, ইংরাজদের আগমনে আমাদের দেশ সুপ্তাবস্থা হইতে উত্থিত হইয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। ব্রিটিষ-ভারতবর্ষ ও দেশীয় রাজ্য—এ উভয়ের অবস্থা আলোচনা করিয়া দেখিলে তাহা সহজে হৃদয়ঙ্গম হইবে। দেশীয় রাজ্যে রাজকার্য্যের কিরূপ বিশৃঙ্খলা, রাজার কিরূপ অত্যাচার, প্রজাগণের কি দুর্দ্দশা! ইংরাজরাজ্য কি তাহা অপেক্ষা শতগুণে উৎকৃষ্ট নহে? আমরা যদি আপনাদের রাজ্য আপনারা চালাইতে পারিতাম, তাহা হইলে ত কোন কথাই নাই। কিন্তু আমাদের মধ্যে ঐক্য কোথায়? জাতীয় বন্ধন কোথায়? আমরা আত্ম-সংরক্ষণে অক্ষম বলিয়াই ত ইংরাজেরা এ দেশ জয় করিয়াছে, নতুবা তাহাদের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইত না। আমাদের স্বাধীন রাজ্য-স্থাপনের ক্ষমতা নাই বলিয়াই বিদেশীয় রাজার শরণাপন্ন হইতে হইয়াছে। তোমার ভাবের ভাবুকগণ বিদেশীয় রাজ্যের

প্রতি দোষারোপে তৎপর, কিন্তু তাহার বিনিময়ে কি পাইবে? স্বাধীন রাজ্য? জাতীয় গৌরব? না অরাজকতা, অন্যায় অত্যাচার, পরস্পর বিদ্বেষ, পরস্পর বিবাদ বিচ্ছেদ; ব্রিটিষ তরবারি এই সকল হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিতেছে—সুতরাং বিদেশীয় রাজা-রক্ষা-নিবন্ধন যে অধিক অর্থ ব্যয় ও আর আর কতক বিষয়ে ক্ষতি তাহা অবশ্য আমাদের দায়ে পড়িয়া স্বীকার করিতে হইতেছে। আমাদের সঙ্গে ইংরাজদের ভাবে মেলে না,—আমাদের পরস্পর মমতা নাই, কি করা যায়, তাহার কোন উপায়ান্তর নাই। যত দূর পারা যায় মন্দের মধ্য হইতে ভালটুকু বাছিয়া লইতে হইবে। যে পাশ্চাত্য জ্ঞানসূর্য্য উদয় হইয়াছে, তাহার আলোক যথাসাধ্য বিকীর্ণ কর। পাশ্চাত্য সভ্যতা হইতে যে স্বাধীনতার ভাব লাভ করা যায়, তাহা শিক্ষা করিয়া স্বজাতির উৎকর্ষ সাধনে নিয়োগ কর। সভ্যজাতিকে সভ্যতার অস্ত্রে বশ করিয়া যতদূর সাধ্য দেশের কল্যাণ সাধন কর। গতানুশোচনায় কি ফল? যাহা অবশ্যম্ভাবী তাহার প্রতিরোধের চেষ্টা বৃথা। বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী শিক্ষা লাভ করিয়া দেশহিতকর কার্য্যে ব্রতী হও। স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করায় লাভ কি? ভারতের ভাগ্য নিন্দা করিয়া বৃথা আক্ষেপের প্রয়োজন কি?”

দেশানুরাগী দাদাজি ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া অধীর স্বরে উত্তর করিলেন—“আমাদের আর আছে কি? যাহা ছিল সকলই গিয়াছে। এক সময় ভারত স্বাধীন ছিল ও স্বতেজে পৃথিবীকে আলোকিত করিয়াছিল,—এখন সে পরাধীন। স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে তাহার সকলি গিয়াছে। তাহার সন্তানগণের আক্ষেপ ভিন্ন আর কি গতি? সে পথটুকুও কি বন্ধ করিতে চাও? বালকের

বল ক্রন্দন—আমাদেরও তাই। আমরা ত নিরস্ত্র "নিঃসত্ত্বপরাণ" হইয়াছি। তুমি চাও যে আমরা আপনাদের অবস্থা ভুলিয়া থাকি, কিন্তু তাহা পারি কৈ? তুমি বলিতেছ আমাদের জাতীয় বন্ধন নাই, জাতীয় ঐক্য নাই, সেটি কিসে হয় তাহা দেখিতে হইবে। ধনাঢ্য ব্যক্তির মোসাহেব হইয়া থাকিলে খাওয়া পরার কোন ভাবনা থাকে না—থাকে না সত্য বটে, কিন্তু সেই কি সুখের অবস্থা? স্বাধীন ভাবে শাকান্ন আহার করিয়া দিনপাত করা ভাল, পরাধীন হইয়া রাজপ্রসাদ উপভোগ করাও কষ্টকর, এ কি তুমি অস্বীকার করিতে পার? আমাদের দেশের যদি প্রকৃত স্থায়ী উন্নতি সাধন করিতে চাও, ত তাহা আমাদের স্বতেজে, নিজ বলে, আপনাদের মধ্য হইতেই করিতে হইবে। পরের উপর নির্ভর করিয়া তাহা সাধিত হইবে না। বিদেশীয় রাজা যতই প্রজাবৎসল হউন না কেন, সে রাজ্যের এক প্রধান দোষ এই যে, তাহাতে বাস করিয়া আমাদের আত্মনির্ভর, স্বাধীনতা, স্বাবলম্বন ক্রমেই শিথিল হইতে থাকে, জাতীয় ভাব ক্রমেই নিস্তেজ হইয়া যায়। পরের অনুগ্রহের উপর সকল নির্ভর, আমরা আপনার জন্য কিছুই করিতে পারি না। গবর্ণমেণ্ট যাহা করিয়া দিবেন, তাহাতেই আমাদের নিস্তার। যদি দেশের কোন অমঙ্গল নিবারণ করিতে চাহি, কোন সামাজিক উৎকর্ষসাধন করিতে ইচ্ছা করি, তাহার জন্য গবর্ণমেণ্টের দ্বারে গিয়া বলি—ভিক্ষাং দেহি। ইহা অপেক্ষা কোন জাতির অধিক হীনাবস্থা আর কি হইতে পারে? ইংরাজদের রাজত্ব এতকাল রহিয়াছে, তাহার বিষ-ফল আমরা বিলক্ষণ অনুভব করিতেছি। আমরা সভ্যতার নামমাত্র গ্রহণ করিয়া বাহ্য আচার ব্যবহার পরি-বর্ত্তনের প্রতিই উন্মুখ রহিয়াছি। আহার পান বিষয়ে যথেচ্ছাচারই

আমাদের সভ্যতার পরাকাষ্ঠা। পশ্চিমবাসীদের সহিত সংশ্রবে আমরা তাহাদের কতকগুলি বাহ্ আড়ম্বরেই মুগ্ধ হইয়া থাকি। তাহাদের বাহ্ সভ্যতাই আমাদের দেহ-মনকে আকর্ষণ করিতেছে। এক সভ্য জাতি অন্য এক দুর্ব্বল জাতির উপর আধিপত্য বিস্তার করিলে যে সকল অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা, আমাদের দেশে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ দৃষ্টিগোচর হইতেছে। এই আকর্ষণবলে এ দেশের যে সকল আধ্যাত্মিক উন্নত ভাব, তৎসমুদায় ক্রমে অস্তমিত হইতেছে। আমাদের জাতীয়তা ক্রমেই বিলুপ্ত হইতেছে। পরাধীনতা-অন্ধকারে আমরা এরূপ আবৃত রহিয়াছি যে, কি ভাল কি মন্দ তাহা আমরা ইংরাজের চক্ষু দিয়াই দর্শন করি। আমরা মানমর্য্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য ইংরাজদের উপরেই তাকাইয়া থাকি। আমাদের দেশের কি উপযোগী ও প্রকৃত কল্যাণকর সে বিষয়ে আমরা বাস্তবিক অন্ধ। ইহা অপেক্ষা অধিক দুরবস্থা আর কি হইতে পারে? বিদেশীয় রাজার স্বার্থ এই যে, প্রজাগণ নিঃসত্ত্ব ও দুর্ব্বল হইয়া তাহার উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে শিখুক, প্রজারাও যদি সেই দিকেই ধাবিত হয়, তাহারা যদি সেই স্রোতের প্রতিকূলে সন্তরণ করিতে না চায়, তবে তাহাদের উদ্ধারের আর উপায় নাই। ইংরাজদের নিকট হইতে আমরা যে সকল উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহার জন্য কৃতজ্ঞ হও, আমি 'না' বলিব না, কিন্তু ভাই, তাই বলিয়া তোমরা স্বজাতির প্রকৃত অবস্থা বিস্মৃত হইও না। রোগী যদি রোগের যাতনা অনুভব করিতে না পারিয়া আপনাকে সুস্থ মনে করিয়া কার্য্য করে, ত নিশ্চয় জেনো তাহার আসন্ন কাল উপস্থিত। জাতির পক্ষেও এই নিয়ম। তুমি ভাই যাই বল, আমি ত কখনই মনে করিতে পারি না যে, ইংরাজ-রাজ্যে আমাদের সুখের পরাকাষ্ঠা।

গণ্ডের উপর আবার বিস্ফোটক, একে পররাজ্য, তাহাতে আবার ইংরাজদের উদ্ধত স্বভাব, তাহাদের ও আমাদের মধ্যে ভাবের অমিল। তাহাদের জাতীয় স্বার্থপরতা, অনুদারতা, অহঙ্কার দেখিয়া আমাদের বিদ্বেষানল সততই প্রজ্বলিত থাকে। ইহা যেন মনে থাকে যে, আমাদের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে রাজার স্বার্থ এবং প্রজার স্বার্থ পরস্পর-বিরোধী। সুতরাং রাজ-ভক্তির মূলেই কুঠারাঘাত। দেশীয় বাণিজ্য ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধি হইলে মাঞ্চেষ্টর হইতে হাহাকার উঠে। আমাদের মধ্যে উচ্চ শিক্ষা প্রচার হইলে রাজপুরুষদের ভয় হয় পাছে আমরা তাহাদের সমকক্ষ হইতে সাহসী হই, পাছে তাহাদের অধিকৃত উচ্চ কর্ম্মস্থানগুলি অধিকার করিয়া লই। ইংরাজ-রাজ্য হইতে আমাদের ইষ্টানিষ্টের তুলনা করিলে বেশীর ভাগ কি দাঁড়ায়, তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে। এই সম্বন্ধে মহাত্মা সর টমস্ মন্‌রোর নিম্ন-লিখিত হৃদয়-ভেদী কথাগুলি আমাদের প্রণিধান যোগ্য—

ব্রিটিষ-রাজ্য হইতে এদেশীয় লোকদিগের লাভালাভ তুলনা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, লাভের ভাগ যত অধিক হওয়া উচিত তাহা হয় নাই। বাহিরের যুদ্ধ বিগ্রহ অথবা আভ্যন্তরীণ বিপ্লবাদি হইতে তাহারা সুরক্ষিত সন্দেহ নাই, তাহাদের ধন প্রাণ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংরক্ষিত, কর্ত্তৃপুরুষদের দ্বারা তাহাদের বিনাপরাধে দণ্ড অথবা অর্থাপহরণের সম্ভাবনা নাই, আর তাহাদের করভারও অপেক্ষাকৃত লঘু। কিন্তু আর একদিকে দেখ, তাহাদের জন্য যে সকল আইন হইতেছে, তাহার রচনাতে তাহাদের কোন হস্ত নাই ও কনিষ্ঠ পদের কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক যতদূর সম্ভবে তদ্ভিন্ন সেই সকল আইন জারী করিবারও তাহাদের অধিকার নাই। সিবিল

অথবা সৈনিক বিভাগের উচ্চ পদবীতে আরোহণে তাহারা অসমর্থ। যাহারা দেশের প্রাচীন কর্ত্তা ও নেতা, তাহারা হীন পরাধীন জাতি-রূপে, দাস ও অনুচররূপে সর্ব্বত্র পরিগণিত।

"দেশীয়দিগকে ন্যায়াবহ রাজনিয়ম ও লঘু করের সুফল প্রদানেই যথেষ্ট হইল তাহা নহে। তাহাদের জাতীয় স্বভাব উন্নত করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। কিন্তু বিদেশীয় রাজার রাজ্যে তাহাদের অবনতির এত রাশি রাশি কারণ রহিয়াছে যে, অধঃপতন হইতে তাহাদিগকে তুলিয়া রাখা দুষ্কর। এক প্রাচীন উক্তি আছে' "He who loses liberty loses half his virtue" যে ব্যক্তি স্বাধীনতা হারাইয়াছে, সে অর্দ্ধেক ধর্ম্ম হারাইয়াছে, ইহা যেমন প্রতিজনের পক্ষে তেমনি জাতির পক্ষেও খাটে। যে ব্যক্তির কিছুই সম্পত্তি নাই, সে যেমন কৃপাপাত্র, যে জাতির সমুদয় সম্পত্তি পর-রাজ্যের অধীন, সে তদপেক্ষা ন্যূন নহে! ক্রীতদাস যেমন স্বাধীন জীবের অধিকার হইতে বিচ্যুত, পরাজিত জাতি সেইরূপ জাতীয় অধিকার হইতে বিচ্যুত। সে অধিকার কি, না আপনাদের জন্য করস্থাপন, আপনাদের জন্য আইন-বন্ধন, স্বরাজ্যের রাজকার্য্য পরিচালন; ব্রিটিষ ভারতবর্ষ এই সকল অধিকার হইতে বঞ্চিত। পর-রাজ্য সুখময় হইলেও স্বজাতীয় রাজার একাধিপত্য ততোধিক প্রার্থনীয়। যদি অধীনতাই স্বীকার করিতে হয়, ত বিদেশী অপেক্ষা দেশীয় রাজার আধিপত্য স্বীকার করা বিজিত জাতির অধিক গৌরবের বিষয়। রাজ্য প্রজাতন্ত্রই হউক আর সাম্রাজ্যই হউক, তাহাদের বিদেশীয় শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য তাহার প্রজাগণ সর্ব্বদাই তৎপর থাকে। এই আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে গিয়া জাতীয় ভাব উত্তেজিত হয়, এবং এইরূপ সঙ্কট-স্থলে

প্রজাগণ ঐ উভয়বিধ রাজ্যরক্ষাতেই প্রাণপণে যত্নশীল হয়। বিদেশীয় রাজার অধীনতা স্বীকার করিলে যেমন জাতীয় ভাবের ও জাতীয় গৌরবের নাশ হয়, দেশীয় রাজার যদৃচ্ছশাসনে তেমন হয় না। যখন জাতীয় ভাব বিনষ্ট হইল, তখন সমাজগত ব্যক্তিগত জীবনে যাহা কিছু মহৎ, যাহা কিছু প্রশংসনীয়, সকলই সমূলে শুষ্ক হয়, এবং জাতীয় ভাবের অধোগতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত স্বভাবেরও অধঃপাত হয়।”

ইংরাজ ও দেশীয়দের মধ্যে যে বিচ্ছিন্ন ভাব, তাহা প্রকৃতিতে এরূপ বদ্ধমূল যে, বোধ হয় না তাহা কোন কালে অপনীত হইবে। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে অনেক গুলি কারণ উপলব্ধি হয়।

প্রথমতঃ, ইংরাজদের সহিত আমাদের জেতৃজিত সম্বন্ধ। তাঁহারা রাজার জাতি—আমরা পরাজিত প্রজার জাতি। শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণবর্ণের মধ্যে যে পরস্পর বিদ্বেষ ভাব, তাহা পৃথিবীর সকল স্থানেই দৃষ্ট হয়। যুদ্ধেই হউক—বসতির জন্যই হউক—বাণিজ্য ব্যবসার উদ্দেশেই হউক—যে কোন কারণে এই দুই জাতি একত্রিত হয়—শ্বেতাঙ্গ পুরুষ আপনার শ্রেষ্ঠতার পরিচয় দিতে ত্রুটি করেন না। তাঁহার কৃষ্ণবর্ণ ভ্রাতার সহিত আপনার সামাজিক সম্মিলনের পথ আটে-ঘাটে বন্ধ করিয়া রাখেন। বৈদিক কালে আর্য্য ও দস্যুদের মধ্যে এই কারণেই বিশেষ বিদ্বেষ লক্ষিত হয়! এই বর্ণ-ভেদের সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজ ও ভারতবাসীদিগের মধ্যে ভাষা, ধর্ম্ম, আচার ব্যবহার বিষয়ে সম্পূর্ণ বিভিন্নতা। এই জাতিগত বৈষম্য হইতে বিদ্বেষ ভাব উৎপন্ন হওয়া স্বাভাবিক। এ ভাব যে কোন কালে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইবে তাহার কোন চিহ্ন দেখা যায় না।

দ্বিতীয়তঃ, ইংরাজেরা এদেশে চারি দিনের যাত্রী, কতক দিন বাস করিয়া টাকা করিয়া স্বদেশে চলিয়া যান। ইউরোপ ও এদেশের মধ্যে যাতায়াতের এক্ষণে যেরূপ সুবিধা হইয়াছে তাহাতে ভারতবর্ষের উপর ইংরাজদের টান থাকিবার অল্পই সম্ভাবনা। পূর্ব্বে দেশীয়দের উপর এক এক জন ইংরাজের সময়ে সময়ে বিলক্ষণ মমতা দেখা যাইত - তাহার কারণ এই, তাঁহারা ভারতবর্ষে অধিক কাল বাস করিয়া এদেশকে স্বদেশতুল্য জ্ঞান করিতেন কিন্তু এক্ষণে আর সে ভাব নাই। ইংরাজেরা এখানে প্রবাসীর মত থাকিয়া চলিয়া যান। দেশভ্রমণে দুই চারি দিনের জন্য যাহার সহিত দেখা সাক্ষাৎ হয় তাহার সহিত বিশেষ সখ্যতা সচরাচর ঘটে না। "নানা পক্ষী এক বৃক্ষে, নিশিতে বিহরে সুখে, প্রভাত হইলে দশ দিকেতে গমন।" বিশেষতঃ ইংরাজদের যেরূপ স্বভাব তাহাতে তাঁহারা বিদেশীয়দের প্রিয়পাত্র কখনই হইতে পারেন না। ইংরাজেরা যখন বিদেশে ভ্রমণ করেন তখন তাঁহাদের 'জন্‌বুল্‌' ভাব সকলেরই অপ্রীতিকর হইয়া উঠে। স্বকীয় রীতি-নীতি হইতে যাহা ভিন্ন তাহা ইংরাজের চক্ষে নিতান্ত ঘৃণাস্পদ। তাঁহার সেই 'রোষ্টবীফ' ও বিয়রমদ্য ভিন্ন প্যারিসের উৎকৃষ্ট হোটেলেও তৃপ্তি হয় না। ইংরাজেরা পৃথিবী জুড়িয়া আপনাদের রাজত্ব বিস্তার করিতেছেন, কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, তাঁহারা তাঁহাদের সঙ্কীর্ণ দ্বীপোচিত ক্ষুদ্রভাব পরিত্যাগ করিয়া ভিন্ন জাতির সঙ্গে মিশিতে পারেন না, তাঁহাদের স্বভাবই এরূপ নয়। ইংরাজ ও ইউরোপীয় অন্যান্য জাতির মধ্যে যখন এমন অমিল তখন এদেশীয়দের ত কথাই নাই। ইউরোপে ভাষা রীতি নীতি আচার ব্যবহারে অনেক সাদৃশ্য আছে, কিন্তু এখানে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। আগা গোড়া সকল বিষয়েই

অনিল। আমাদের বর্ণ রীতি নীতি সকলই ভিন্ন। এমন সাধারণ ঐক্যস্থল নাই যাহার উপর পরস্পরের প্রীতি সৌহার্দ্দ স্থাপিত হইতে পারে। 'যে যাহাকে দেখিতে পারে না, তাহার চলন বাঁকা', ইংরাজ ও দেশীয় মধ্যে এইরূপ সম্বন্ধ। ইংরাজ এদেশকে কখনই আপনার বলিয়া মনে করিতে পারেন না। ইহার জল বায়ু তাঁহার সহ্য হয় না, ইচ্ছা করিলেও এদেশে অধিক কাল বাস করিতে অক্ষম। পিতামাতা, পুত্র কন্যাকে অল্প বয়সেই আপনাদের ভারত-গৃহ হইতে বিযুক্ত করিয়া ইংলণ্ডে প্রেরণ করিতে বাধ্য হন। মাতা ভারত হইতে ইংলণ্ডে, ইংলণ্ড হইতে ভারতে যাতায়াত করিয়া জীবন যাপন করেন। স্বামীকেও নিতান্ত একলাটী রাখিতে পারেন না—সন্তানগণেরও মধ্যে মধ্যে তত্ত্বাবধান আবশ্যক। পিতাও হয়ত অনতিকাল বিলম্বে 'লিবর' রোগে আক্রান্ত হইয়া তাঁহার স্ত্রী পুত্র পরিবারের সহিত গিয়া মিলিত হন। এদেশে তাঁহারা অর্থ উপার্জ্জন করিতে আসেন, অর্থ সঞ্চয় করিয়া স্বদেশে প্রস্থান করেন। এ দেশ কর্ম্মক্ষেত্র, স্বদেশ ভোগালয়—এ দেশে আয়, সে দেশে ব্যয়—শরীর এখানে, মন ওখানে—সুতরাং দেশীয় ও ইংরাজ মধ্যে প্রণয়-বন্ধন কিরূপে প্রত্যাশা করা যাইতে পারে ?

আমি বলিয়াছি ইংরাজেরা যেখানেই যাক্, তাহাদের জাতীয় ক্ষুদ্র ভাব পরিত্যাগ করিতে পারে না। এ দেশে তাহাদের আচার ব্যবহারে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যৎকালে নিদাঘ-তাপের আতিশয্যে সমস্ত প্রাণী আকুল, মনুষ্যেরা ঘর্ম্মাক্ত-কলেবর হইয়া ত্রাহি ত্রাহি করিতেছে, তখন ইংরাজেরা তাহাদের বনাতের কোট পাণ্ট্লুন পরিধান করিয়া গ্রীষ্মের কষ্ট দ্বিগুণিত করে। প্রখর রৌদ্রের সময় তাহারা মহা সাজসজ্জা করিয়া পরস্প-

রের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিতে বাহির হয়। এ দেশে সকল ঋতুতে বিশেষতঃ গ্রীষ্মকালে বিশুদ্ধ সুশীতল বায়ু সেবনের সময় প্রাতঃকাল ৫টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত ; কিন্তু রাত্রের খানা পিনা নৃত্য-গীত আমোদ-প্রমোদে রাত্রি জাগরণ করিয়া উষার সঙ্গে সঙ্গে গাত্রোত্থান করা কিরূপে সম্ভবে ? আবার এদেশে প্রচুর আমিষ ভক্ষণ ও সুরাপান শরীরের উপযোগী নহে, ইহা সকলেই স্বীকার করিবে। ভারতবাসীদের অনেকেই নিরামিষাশী, উদ্ভিদ্-ভোজী, কোন কোন জাতির তণ্ডুলমাত্র জীবনের একমাত্র অবলম্বন ; এই-রূপ মিতাহার এদেশে স্বাস্থ্যরক্ষার প্রধান উপায় ; কিন্তু ইংরাজদের আহারের রীতি দেখিলে বোধ হয় না যে, তাঁহারা উষ্ণ দেশে বাস করিতেছেন। প্রাতঃকালে ৬টা ৭টার সময় চা, রুটি, মাখম, ডিম-সিদ্ধ প্রভৃতি 'ছোটা হাজরি'—৯টা ১০টার সময় মদ্য মাংস সমেত 'বড়া হাজরি'—২টার সময় ঠাণ্ডা গরম মাংস মিষ্টান্ন ফলারের টিফিন—৪টা ৫টার সময় চা বিস্কিট ইত্যাদি—৭।৮টার সময় মদ্য মাংসের ভূরি ভোজন, সময় বিশেষে মধ্য-রাত্রির সপর—এই ত তাহাদের পানাহারের নিয়ম পানীয় মধ্যে ব্রাণ্ডি আর সোডা সর্ব্বাগ্রগণ্য। ইহার অর্থ জনৈক ফরাসি পরিব্রাজক Count Goblet D'Almeida এইরূপ করেন যে, আরম্ভে অল্প ব্রাণ্ডি অধিক সোডা ও শেষে অধিক ব্রাণ্ডি অল্প সোডা। এইক্ষণে ব্রাণ্ডি অপেক্ষা whiskyর বেশী আদর, তাহার কারণ whisky অপেক্ষাকৃত সস্তা। এইরূপ অপর্য্যাপ্ত আহার-পানে যে তাহাদের স্বাভাবিক বলিষ্ঠ সুস্থ শরীর 'লিবর' ও অন্যান্য পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া তাহাদিগকে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য স্বদেশে যাইতে বাধ্য করে, তাহাতে বিচিত্র কি ? কেমন করিয়া এত দিন টিকিয়া থাকে এই আশ্চর্য্য।

তৃতীয়তঃ, জাতিতে জাতিতে সখ্য-বন্ধন হইবার পূর্ব্বে আচার ব্যবহারের কতকটা মিল চাই, কিন্তু তাহার কিছুই নাই। তাহারাও যেমন আমাদিগকে দূরে রাখিতে চায়, আমরাও তেমনি তাহাদের হইতে দূরে থাকিতে চাই, তাহারা আমাদিগকে পরাজিত জাতি বলিয়া অবজ্ঞা করে, আমরাও তাহাদিগকে ম্লেচ্ছ বলিয়া ঘৃণা করি। অতএব আমাদের পরস্পর সদ্ভাবের সঞ্চার কোথা হইতে হইবে ?

চতুর্থতঃ, ইংরাজের স্বভাবই কতকটা সামাজিকতার বিরোধী। শুদ্ধ আমাদের সম্বন্ধে কেন—তাহাদের আপনাদের মধ্যেও পরস্পরের ব্যবহারে এই পার্থক্য প্রকাশ পায়। ইংরাজেরা আমাদের জাতিভেদ-প্রথা অনিষ্টকর বলিয়া বর্ণন করে, কিন্তু ইংরাজ-সমাজে বিশেষতঃ ভারতবর্ষীয় ইংরাজ-সমাজে যে জাতিভেদ বিলক্ষণ প্রবল, পদে-পদে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। তবে তাহাদের জাতিভেদ ধন ও পদ-মর্য্যাদার উপর প্রতিষ্ঠিত, আমাদের জাতিভেদ বংশ-মর্য্যাদার উপর প্রতিষ্ঠিত। চিহ্নিত পদস্থ কর্ম্মচারী ও অচিহ্নিত পদস্থ কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে যে সামাজিক স্বতন্ত্রতা তাহা ত জানাই আছে। অচিহ্নিত পদের লোকেরা রূপে গুণে কুলে শীলে যেমনই হউন না কেন, তাঁহাদের হেয় জ্ঞান করা চিহ্নিত পদারূঢ় কর্ম্মচারীর স্বাভাবিক ধর্ম্ম। কলেক্টর সহকারী কলেক্টরের সহিত সমকক্ষ হইয়া চলিবেন, কেন না তাঁহারা উভয়েই চিহ্নিত দলের লোক, কিন্তু অচিহ্নিত ডেপুটির সহিত তাঁহার স্বতন্ত্র ব্যবহার।

ইংরাজ ও আমাদের মধ্যে সহজ ভাবে দেখা সাক্ষাৎ আলাপ পরিচয় হইবার আর এক প্রতিবন্ধক এই যে, তাঁহাদের হাতে কর্ম্মচারী নিয়োগের সমস্ত ভার অর্পিত। আমাদের মধ্যে অনেকে কেবল কর্ম্ম-প্রার্থী হইয়া ইংরাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান।

আমাদের সম্বন্ধে তাঁহারা এই দাতা ও প্রার্থীর ভাব ভুলিতে পারেন না। দেশীয় কোন ভদ্রলোক যে নিঃস্বার্থ ভাবে আলাপ করিবার মানসে তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবেন, ইহা সহজে তাঁহারা বিশ্বাস করিতে পারেন না। তাঁহার সাক্ষাৎকারে কোন না কোন স্বার্থ অভিসন্ধি থাকিবে, ইহা তাঁহারা আগে থাকিতে স্থির করিয়া লন। সুতরাং তাঁহারা আমাদের সকলেরই নিকট হইতে 'সেলাম' প্রত্যাশা করেন, স্বাধীন ভাবে তাঁহাদের সহিত দেখা করিতে যাওয়া পণ্ডশ্রম মাত্র, কেন না তাহার কোন প্রতি-দান নাই।

তুমি একজন সাহেবের বাটীতে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ কর, তিনি কি কখন তোমার বাটীতে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিবেন? এরূপ প্রত্যাশা বৃথা। ঘরাও রকমে সাহেব-দের সহিত আলাপ পরিচয় হয়, ইহা যদিও অনেক কারণে প্রার্থনীয় কিন্তু সম্ভবপর নহে। আমরা গৃহে কিরূপে বাস করি, আমাদের আন্তরিক ভাব কি, আমাদের গার্হস্থ্য প্রণালী রীতি নীতি কিরূপ, সমস্ত জীবন ভারতবর্ষে কাটাইয়া কোন ইংরাজ তাহা জানিতে পারেন কি না সন্দেহ। যখনি তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হয়, তখনি আমরা বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া, মনের শোক দুঃখ সম্বরণ করিয়া, সহাস্য বদনে তাঁহাদিগকে দর্শন দিই। আমাদের প্রকৃত অবস্থা তাঁহাদের দৃষ্টিপথের বহির্ভূত, আমাদের গৃহদ্বার তাঁহাদের প্রতি রুদ্ধ। আমরা ভিক্ষুক হইয়া তাঁহাদের দ্বারে উপস্থিত হই, তাঁহারা দাতা হইয়া আমাদের কৃতজ্ঞতা-উপহার প্রত্যাশা করেন।

যুবরাজ যখন ভারতবর্ষে আগমন করেন তখন তিনি ইংরাজ ও এতদ্দেশীয়দিগের মধ্যে বিদ্বেষভাব দর্শন করিয়া বিশেষ অসন্তোষ

প্রকাশ করেন। এ ভাব যে কিসে বিদূরিত হইবে, তাহার উপায় আবিষ্কার করা সহজ নহে। দুই পক্ষেরই কিছু কিছু দোষ, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। দুই পক্ষের লোকেরা কিছু কিছু ত্যাগ স্বীকার না করিলে সদ্ভাব সঞ্চারের সম্ভাবনা নাই। বিশেষতঃ ইংরাজেরা রাজার জাতি, তাঁহারা অল্প প্রয়াসেই আমাদের সদ্ভাব আকর্ষণ করিতে পারেন। তাঁহাদের মনে রাখা উচিত যে, কোটি কোটি প্রজাপুঞ্জের সহিত এই ভারতবর্ষ জয় করিয়া সেই সকল প্রজাকে সুখী করা ও তাহাদের প্রীতি আকর্ষণ করা তাঁহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। প্রজারঞ্জন রাজার প্রধান ধর্ম্ম। তাঁহারা যদি একপদ অগ্রসর হইয়া আসেন আমরা সহস্র পদ অগ্রসর হইয়া তাঁহাদের নিকট যাইতে প্রস্তুত। আমাদের যদি কোন বিষয়ে দোষ থাকে ত তাঁহারা ক্ষমাদৃষ্টিতে দেখুন, কেন না "শক্তানাং ভূষণং ক্ষমা।" তাঁহারা বিদ্যা বুদ্ধিতে আমাদের অপেক্ষা উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিয়াছেন, তাহাদের উচিত যে, আমাদের হস্ত ধারণ করিয়া তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে লইয়া যান। যদি কখন এমন সময় আসে যে, তাঁহাদিগকে এদেশ ছাড়িয়া যাইতে হয়, তখন তাঁহারা গৌরবের সহিত বলিতে পারিবেন যে, আমরা তোমাদিগকে শিক্ষিত ও স্বাধীন করিয়া দিয়াছি, এখন তোমরা আপনাদিগকে আপনারা রক্ষা কর। তখন তাঁহারা কোটি কোটি লোকের আশীর্ব্বাদের পাত্র হইবেন। এমন সময় উপস্থিত হইলে আমরা সদ্ভাবের সহিত পরস্পর বিযুক্ত হইব ও তাহাদের রাজত্বকালে যে বহুবিধ উপকার লাভ করিয়াছি, তজ্জন্য তাঁহাদের নিকট চিরকাল ঋণজালে বদ্ধ থাকিব। ভারতের সহিত ইংলণ্ডের যোগ ঈশ্বর মঙ্গলেরই জন্য বিধান করিয়াছেন, কিন্তু ইহা হইতে যত শুভ ফল প্রসূত হইতে পারে,

তাহার জন্য উভয় জাতির ই যত্ন ও চেষ্টার আবশ্যক। ইংরাজেরা আমাদিগকে অনেক বিষয়ে শিক্ষা দিতে পারে, তাহারাও আমাদের নিকট অনেক শিক্ষা লাভ করিতে পারে; বিশেষতঃ ইংরাজ-মহিলা আমাদের স্ত্রীগণ হইতে অনেক বিষয়ে শিক্ষা পাইতে পারেন। কিন্তু এদেশীয় ইংরাজ-মহিলারা কোন বিষয়ে আমাদিগের স্ত্রীগণের আদর্শ হইতে: পারেন কিনা, সন্দেহ। এদেশে ইংরাজদের গার্হস্থ্য বিধান আমরা যাহা কিছু দেখিতে পাই তাহা সন্তোষ জনক নহে। যদি এদেশীয়দিগের সহিত তাঁহাদের মমতা থাকিত, তাহা হইলে তাঁহাদের সময় কাটাইবার জন্য বৃথা আমোদ অন্বেষণ করিতে হইত না, কিন্তু এক্ষণে কি দেখা যায়? ইংরাজ-রমণীগণ কিরূপে সময়ক্ষেপ করেন? স্বামী সমস্ত দিবস কাজকর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিয়া শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া সন্ধ্যার সময় গৃহে প্রত্যাগমন করেন। স্ত্রী একাকিনী সময়ের ভার বহন করিতে থাকেন। সন্তানগণ ১৫ বৎসর বয়ঃক্রমে শিক্ষার জন্য ইংলণ্ডে প্রেরিত হয়, তিনি তাঁহার সন্তান হইতেও বিযুক্ত। বৎসরের মধ্যে কয়েক মাস হয়ত তিনি স্বামী হইতে দূরে কোন পর্ব্বত প্রদেশে বাস করেন, স্বামী সত্বেও তাঁহাদের বৈধব্যযন্ত্রণা * ভোগ করিতে হয়। কোন বিশেষ জন-হিতকর কার্য্য হস্তে নাই যে, তাহাতে মনোনিবেশ করিয়া সুখী হইবেন। স্বামীর অগাধ ধন-কোষ তাঁহার হস্তে রহিয়াছে, এমন কোন ভোগের সামগ্রী নাই যাহা তাঁহার দুষ্প্রাপ্য, ইচ্ছামত আপনার সমুদয় প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে পারেন, অথচ তিনি সুখী নহেন। যে গরীব প্রজাপুঞ্জ দ্বারা তিনি পরিবেষ্টিত,

---

* এইরূপ বিধবাকে ইংরাজিতে grass-widow কহে।

তাহাদের অস্তিত্বের প্রতিও তিনি সন্দিহান। এই অবস্থায় তিনি যে আমাদের মহিলাগণের আদর্শ ও উপমাস্থল হইবেন এরূপ আশা করা বৃথা।

ইংরাজ ও ভারতবর্ষীয়দের সম্বন্ধে পূর্ব্বোল্লিখিত ফরাসিস পরিব্রাজক আপনার সদ্য-প্রণীত ভ্রমণ-বৃত্তান্ত L'Inde et Himalaya গ্রন্থে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

"আমার ভারতবর্ষে অবস্থিতি কালে অনেক ইংরাজ আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছে, 'কি দেখিয়া তোমার সকল অপেক্ষা আশ্চর্য্য বোধ হইল?' আমি ইহার উত্তরে বলিতে পারিতাম, 'এদেশে তোমাদের দেখিয়া, বিশেষতঃ তোমরা এখানে এত দিন তিষ্ঠিয়া রহিয়াছ তাহা দেখিয়া।' বিবেচনা করিয়া দেখিলে এ কথা সামান্য প্রশংসার কথা নয়, কেন না ৬০ হাজারের অনধিক ইউরোপীয় সৈন্য দ্বারা বশীভূত ২৫ কোটি হিন্দুর উপর যে দুর্দ্ধর্ষ অটল রাজত্ব-স্থাপন, ইহাতে শুদ্ধ প্রজাগণের অসাধারণ সহিষ্ণুতা প্রকাশ পায় তাহা নহে, কিন্তু ইহা হইতে ইংরাজদিগের প্রভাবশালী অথচ বিচক্ষণ শাসনপ্রণালী উপলব্ধি করা যাইতে পারে। সৌভাগ্যক্রমে এইরূপ জয়লাভের উপযোগী যে সকল গুণ, এমন কি যে সকল দোষ থাকা আবশ্যক তাহা তাহাদের আছে। মূলনীতি রক্ষা করিতে গিয়া আসল-কাজ-ভুলিয়া-না-যাওয়া কার্য্যদক্ষতা; একাধিপত্যও থাকিবে অথচ তাহা যথেচ্ছাচারে পরিণত হইতে পারিবে না, এরূপ রাজনীতি-কুশলতা, শাসন সম্বন্ধে কঠোর ন্যায়রক্ষা ও সত্যপালন, বিজাতীয় ধর্ম্মের প্রতি চিরাভ্যস্ত সমদর্শিতা, দ্রুতগতি না হউক স্থায়ী উন্নতির নিদানভূত আমূল সংস্কারের বশবর্ত্তিতা, প্রজাগণের কল্যাণ-সাধনে মনের সহিত যত্ন করেন এতটুকু ধর্ম্মজ্ঞান, প্রজাগণের

অজস্র তোষামোদ ও আভ্যন্তরিক অসন্তোষ এ উভয়কেই উপেক্ষা করিতে পারেন এতটুকু অহঙ্কার,—এই সকল গুণে ভারতবর্ষের উপর অটল রাজ্য-স্থাপন বিদেশীয় রাজার যতদূর সাধ্যায়ত্ত, ইংরাজেরা তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন। ভারতবর্ষের জল বায়ু ইউরোপীয় প্রকৃতির অনুপযুক্ত বলিয়া এদেশ তাহাদের স্থায়ী বসতির উপযুক্ত স্থান নহে; সুতরাং তাঁহাদিগকে স্বদেশ হইতে নিত্য নূতন নূতন লোক আনাইয়া শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হয়, ইহাতে রাজা-প্রজার পার্থক্যভাব দৃঢ়ীভূত হয় সন্দেহ নাই, কিন্তু পূর্ব্বে পূর্ব্বে যে সকল জাতি ভারতের উপর আধিপত্য স্থাপনান্তর দুর্গতিগ্রস্ত হইয়াছে তদনুরূপ দুর্গতি হইতে পরিত্রাণ পাইবার ইহা এক প্রধান কারণ বলিতে হইবে। এই কারণে রক্ষণশীলতা ও শাসনানুরাগরূপ স্বর্গীয় অগ্নি ইংরাজদের হৃদয়ে নিরন্তর প্রজ্বলিত দেখা যায়।"

"যে প্রভু তাঁহার আজ্ঞাধীন ভৃত্যকে তাহার নিজের ইচ্ছা-বিরুদ্ধে সুখী করিতে চাহেন, সে প্রভু কখন ভৃত্যের প্রিয়পাত্র হইতে পারেন না। যে জাতি চিরন্তন প্রথানুসারে সহজ ও অকৃত্রিম শাসনের অভ্যাসাধীন, তাহাদের মধ্যে কঠোর ও কৃত্রিম শাসন-প্রণালী প্রচলিত করিতে যে সঙ্ঘর্ষণ উপস্থিত হয়, তাহা ত ইংরাজদিগের জনসাধারণের নিকট অপ্রীতিভাজন হইবার এক কারণ, কিন্তু তাহা ছাড়িয়া দিলেও দেখিতে পাইবে যে, ইংরাজদের এমন কিছুই গুণ নাই যাহাতে তাহারা পরাজিত জাতির শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয়। তাহারা তাহাদের উচ্চতর সভ্যতার গুণে ভারতের শ্রীবৃদ্ধি-সাধনে তৎপর বটে, কিন্তু তজ্জনিত অহঙ্কার প্রকাশেও তাহারা নিরস্ত নহে। ইংরাজেরা ন্যায়ী, কিন্তু ভদ্র নহে, ইহা সকলেরই

মুখে শুনা যায়। কলিকাতা, বোম্বাই, সিংহল, যেখানেই হউক, যখনি শিক্ষিত ও স্বাধীনতা-প্রিয় দেশীয় ভদ্রলোকের সহিত আলাপ করিয়াছি, আর তাহারা আমাকে বিদেশী জানিয়া অসঙ্কোচে আমার নিকট তাহাদের মনের ভাব ব্যক্ত করিয়াছে, তখনি ঐরূপ উক্তি শ্রবণ করিয়াছি। উচ্চপদস্থ দেশীয়দের সহিত ইংরাজেরা যেরূপ ব্যবহার করে, তাহা আমাদের দেশে একজন সামান্য ভৃত্য কি গাড়োয়ানও সহ্য করিয়া থাকিতে পারে না। কাজকর্ম্মের সম্বন্ধে ইংরাজেরা দেশীয়দের সহিত সাধু ও ভদ্র ব্যবহারে সচরাচর ত্রুটি করে না বটে, কিন্তু ভারতবর্ষবাসীদিগের সহিত ঘরাও ভাবে মিশিতে তাহারা কোন ক্রমেই সম্মত নহে। তাহারা আপনাদের সমাজ দুর্গ দেশীয়দিগের আক্রমণ হইতে প্রাণপণে রক্ষা করে ও সাধ্যমতে দেশীয়দের সংশ্রব হইতে দূরে থাকিতে চেষ্টা করে—এমন কি বাষ্প-শকটে ভ্রমণ-কালীন ইউরোপীয় ও দেশীয়দের এক গাড়ীতে একত্রে উপবেশন, ইহাও দুর্লভ-দর্শন। বোধ হয় যেন ইংরাজেরা দেশীয়-সমাজে ঘোরতর বিপ্লব উপস্থিত করিয়া আপনাদের এক নূতন সম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়াছেন, সে সম্প্রদায় পূর্ব্বতন প্রথানুযায়ী ধর্ম্ম-সংস্কারের উপর স্থাপিত নহে, কিন্তু বিভেদ ও জাত্যভিমানের উপর প্রতিষ্ঠিত। বিজয়ী ও পরাজিত জাতির ভদ্র কুলের মধ্যে আদান-প্রদানের পথ একেবারে অবরুদ্ধ—এরূপ উদাহরণ ইতিহাসে আর কোথাও পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। মিশ্র ফিরিঙ্গিজাতি,—ইউ-রোপীয় ও দেশীয় রক্তের সম্মিশ্রণে যাহাদের উৎপত্তি,—তাহারা কোথায় এই উভয় জাতির সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া তাহাদের একতা সম্পাদন করিবে, না উভয় জাতিরই সমাজ হইতে তাহারা বহিষ্কৃত। যে দিকে নেত্রপাত করি, এ দুই জাতির মধ্যে মমতা না

সামাজিক ও রাজনীতি-সম্বন্ধীয় একতা দৃষ্টি-গোচর হয় না। লক্ষের অনধিক ইউরোপীয় কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত এই দুই শত পঞ্চাশ কোটি আসিয়াবাসী যখন আপনাদের বল ও অধিকার বিষয়ে চেতনা লাভ করিবে, তখন যে কিরূপে ইংরাজ-রাজ্য রক্ষিত হইবে বলা যায় না। একমাত্র ভরসা এই যে, ইংরাজেরা যে গুরুতর শিক্ষাকার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছেন ও যাহা তাঁহাদেরই দ্বারা সুসম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা, তাঁহারা যেন তাহার পরিপক্কতা সাধন করিবার সময় পান ; তাঁহাদের রাজ্য যেন অকালে বিনাশ প্রাপ্ত না হয়।"

ইংরাজেরা যেমন পুলিষ-কোর্টে আমাদের রীতি নীতি স্বভাব চরিত্র শিক্ষা করেন আমরাও তেমনি হয়ত লালবাজারের গোরাকে ইংরাজ জাতির আদর্শরূপে গ্রহণ করি। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, কর্ম্মক্ষেত্রে তাঁহাদের সঙ্গে আমাদের যা কিছু আলাপ পরিচয়, কিন্তু তাহারা আপনাদের মধ্যে কিরূপে জীবন যাপন করে, তাহাদের গার্হস্থ্য-প্রণালী সামাজিক রীতি নীতি কিরূপ, তাহা এদেশে আমরা নভেল পড়িয়া যাহা কিছু জানিতে পারি, লৌকিক ব্যবহারে অল্পই দেখিতে পাই। ইংরাজেরাও আমাদের ভিতরকার ভাব অল্পই দেখিতে পান। তাঁহারা আমাদিগকে যেরূপ ভাবে দেখেন তাহা আমরা মেকলে-কৃত ওয়ারেন হিষ্টিংস প্রস্তাবে বঙ্গবাসীদিগের চরিত্র পাঠে কতক অবগত হইতে পারি। দেশীয় সম্বন্ধে তাঁহাদের মতামত বিবেচনা করিতে গেলে তাঁহাদিগকে সামান্যতঃ দুই দলে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এক দলের মত দেশীয়দিগের প্রতি সদ্ব্যবহার, ভারতবর্ষের শুভ উদ্দেশে ভারতবর্ষ শাসন, উপযুক্ত হইলে তাহাদিগকে উচ্চ পদ উচ্চ অধিকার প্রদান। এক কথায়, তাহারদিগকে আপনাদের সমকক্ষ করিয়া তোলা। অপর দলের ভাব

স্বার্থপরতা—"হিন্দুস্থান তাঁহাদেরই ভোগের বস্তু, হিন্দুরা কখনই স্বাধীনতার উপযুক্ত নহে, চিরকালই তাহাদের সঙ্গে বালকের ন্যায় ব্যবহার করিতে হইবে। ইংরাজদের সঙ্গে সমকক্ষ হইয়া চলিতে যাওয়া তাহাদের স্পর্দ্ধা মাত্র। এদেশ ইংরাজেরা তরবারির বলে জয় করিয়াছে, তরবারির বলে তাহা রক্ষা করিতে হইবে। প্রীতি সৌহার্দ্দ ভ্রাতৃভাব স্বাধীনতা এ সকল কেবল মুখে বলিবার জিনিস, কাজের নহে। কৃষ্ণবর্ণ জাতি কখন শ্বেতাঙ্গের সমান অধিকার লাভের যোগ্য নহে, যদি হইত ত ইংরাজদের এদেশ অধিকারের ক্ষমতা থাকিত না। তাহাদিগকে সমান অধিকার দিলে ইংলণ্ডের মর্য্যাদার হানি হইবে। যাঁহারা আপনাদের শরীর পতন করিয়া ভারতবর্ষ জয় করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিজ সন্তান সন্ততিগণকে উপেক্ষা করিয়া দেশীয়দিগের মর্য্যাদা রক্ষা নিতান্ত অবিচারের কার্য্য। দেশীয়দিগকে অস্ত্রশিক্ষা দিয়া, দেশীয়দিগকে স্বাধীনতা শিক্ষা দিয়া, আপনাদের পদচ্যুতির সোপান করিয়া দেওয়া নিতান্ত মূর্খতার কার্য্য। এরূপ নিঃস্বার্থ উপদেশ দেওয়া ভণ্ডামি মাত্র।" দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হইবে ভারতবর্ষীয় ইংরাজদের মধ্যে এই শেষোক্ত দলের সংখ্যাই অধিক। ইংরাজি সংবাদ-পত্র সকলকে যদি এই দুই দলের প্রতিনিধি বলিয়া গণ্য করা যায়, তাহা হইলে এই দুই দলের আপেক্ষিক বল ও সংখ্যা সহজে অবধারিত হইতে পারে।

আর কতকগুলি ইংরাজ আছে (সংখ্যা তাহাদের অল্পই) এক কথায় যাহাদের মত এই যে ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের গলগ্রহ মাত্র, আর সে এমন গলগ্রহ যে তাহা হইতে নিস্কৃতিরও উপায় নাই। এই সম্বন্ধে ইংলণ্ডের এক মাসিক সমালোচনী পত্রিকায় (The Fort-

nightly Review,—"The foriegn dominions of the Crown") পার্লমেণ্ট সভার সভ্য সুবিখ্যাত লো সাহেব স্বীয় অভিপ্রায় যাহা ব্যক্ত করিয়াছেন তাহার মর্ম্ম পাঠকদিগের গোচরার্থ নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে,—

"প্রথমে যাহারা ভারতবর্ষে ব্রিটিষ-রাজ্য সংস্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল তাহাদের স্বার্থ-সাধন ভিন্ন আর কোন উদ্দেশ্য ছিল না। ইংলণ্ডের গৌরব-বৃদ্ধি অথবা ভারতবাসীদিগের কল্যাণ-সাধন—এরূপ কোন ভাব তাহাদের মনে উদয় হয় নাই। এক দল ব্যবসায়ীর কর্ম্মকর্ত্তা হইয়া তাহাদের ভারতবর্ষে প্রবেশ—তাহারা বিলক্ষণ অবগত ছিল যে যাহা কিছু করিয়া লইতে হইবে সে কেবল তরবারির বলে। কত কত দেশ উচ্ছন্ন গেল—কত রাজ্য ও রাজা বিনষ্ট হইল—কত লুটপাট আরম্ভ হইল—ইংলণ্ডের সেনাগণ ক্রীত ডাকাতের কার্য্যে নিযুক্ত হইল - নিরপরাধী নিরাহ স্ত্রীগণ লুণ্ঠিত হইল—দৈব মানব সকল প্রকার নিয়ম পদতলে দলিত হইল—এ সকলি অর্থোপার্জ্জন উদ্দেশে। ওয়ারেন হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছিল তাহার প্রত্যেক অভিযোগ সমর্থনে অকাট্য প্রমাণ বর্ত্তমান। উপায় যেমনই নিষ্ঠুর ও কলঙ্কিত হউক না কেন—জয়লাভ তেমনি সম্পূর্ণ হইয়াছিল। যদি ক্লাইব কিম্বা হেষ্টিংসকে জিজ্ঞাসা করা যাইত - তোমাদের ভারতবর্ষে হুলুস্থুল বাধাইবার অভিসন্ধি কি? তাঁহারা অনায়াসে উত্তর দিতে পারিতেন—কোম্পানি বাহাদুরের আয় বৃদ্ধি। আর যদি অকপট ভাবে উত্তর করিতে ইচ্ছা করিতেন তবে ইহাও বলিতে পারিতেন—"আর আমাদের নিজেরও যৎকিঞ্চিৎ কাজ গোছান'।" কিন্তু এ ভাবস্থায়ী হইতে পারে নাই। তাহাদের কার্য্য-প্রণালী সময়োচিত হয় নাই।

যদিও হেষ্টিংস্ নির্দ্দোষ সাব্যস্ত হইলেন, তাঁহার বিচারে যে সকল ব্যাপার প্রকাশিত হইল তাহাতে অবশেষে ইংলণ্ডের ধর্ম্ম-বুদ্ধি জাগ্রত হইল। ক্রমে এই সকল অন্যায় অত্যাচার সংশোধিত হইল—বল ও যথেচ্ছাচারিতার পরিবর্ত্তে ন্যায় ও সুবিচার সংস্থাপিত হইল। বিজয়ী কোম্পানিকে প্রথমে বিটিষ-রাজ্যের অধীনতা স্বীকার করিতে হইল ও পরে তাহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিনাশ প্রাপ্ত হইল। যদি রোমীয়দের রাজ্য হইত ত তাঁহারা ভারতবর্ষ হইতে বার্ষিক ২০ কোটি টাকা আদায় করিয়া লইতেন—ব্রিটিষ-রাজ্য নিজের জন্য এক পয়সাও গ্রহণ করেন না। প্রত্যুত ইংলণ্ডের নাবিকগণ ভারতবর্ষ রক্ষার জন্য বিনা বেতনে যে কর্ম্ম করে তাহা ধরিতে গেলে তজ্জন্য ও অন্যান্য বিষয়ে ভারতবর্ষের উপর আমরা ন্যায়ত অনেক টাকার দাবী করিতে পারি সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষকে করদ রাজ্যরূপে গণ্য করা দূরে থাকুক আমরা উল্টা তাহাকে সাহায্য দানে সমুৎসুক। যদিও তাহার রাজস্বের সংখ্যা ৫০ কোটি পৌণ্ড, আর ধনীরা তাহাতে প্রায় কিছুই দেন না, তথাপি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সাধ্যায়ত্ত নিজ কর্ত্তব্য সাধনে (দুর্ভিক্ষ মোচন) সাহায্য দিবার জন্য আমরা চাঁদা করিয়া টাকা উঠাইতে প্রস্তুত,—আরো শুনা যাইতেছে শতকরা দুই এক টাকা সুদ বাঁচাইবার জন্য আমরা তাহার দুর্ভিক্ষ নিবারণ কার্য্যে টাকা ধার করিয়া উঠাইতে প্রস্তুত—আর ইংলণ্ডীয় করদাতা প্রজাগণ, যাহাদের উপর তাহাদের নিজের দরিদ্র-ভরণের ভার সমর্পিত, তাহাদের হইয়া ভারতবর্ষকে সমুদায়ে ৫০ কোটি টাকা উপঢৌকন দেওয়া হয়, এরূপ প্রস্তাবও শ্রবণ করা যায়।

"ভারতবর্ষ হইতে লুটপাট মারপীট অন্যায় অত্যাচার সকল

উঠিয়া গিয়াছে ; শুধু তাহা নয়, ভয় হইতেছে পাছে তাহার জন্য আমাদের অর্থ লুণ্ঠন আরম্ভ হয়। ভারতভূমি আমাদের কতই আদরের ধন—সোহাগের বস্তু—নাই পাইয়া নষ্ট শিশু তুল্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এইরূপ চিরকালই আমাদের উপর তাহার নির্ভর করিয়া থাকিতে হইবে—কেবল তাহা নহে, সে আমাদের নিকট হইতে কত আদর কত যত্ন পায়, আর যে সকল উপনিবেশ আমাদের নিজের সৃষ্টি তাহাদের গতি কি হয়, তাহার প্রতি আমাদের ভ্রূক্ষেপও নাই।

"ভারতের উপর আমাদের ত এইরূপ স্নেহ-দৃষ্টি। ইহার উপর আমাদের যতটা অনুরাগ ও মমতা, ইহা হইতে তদুপযোগী লাভ উৎপন্ন হয় কি না জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে। এক এই বলা যাইতে পারে যে ভারতের সহিত আমাদের যেরূপ ব্যবহার তাহাতে পৃথিবী-শুদ্ধ লোকে আমাদের পরোপকার-ব্রত ও নিঃস্বার্থ ভাবের সম্পূর্ণ পরিচয় পাইতেছে। আমরা এইক্ষণে ভারতের সঙ্গে যে ভদ্র ব্যবহার করিতেছি তাহাতে আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের সকল দোষের প্রায়শ্চিত্ত যতদুর সাধ্য তাহা হইয়াছে। আমরা জগৎকে দেখাইতেছি যে অল্প সংখ্যক ইউরোপীয় কর্ত্তৃক কিরূপে কোটি কোটি প্রজাপুঞ্জের মধ্যে শান্তি সুনিয়ম সৌরাজ্য বিস্তার হইয়া তাহাদের অবস্থার সর্ব্বপ্রকার উন্নতি সাধিত হইয়াছে—যাহা তাহাদের আপনাদের যত্নে কখনই হইতে পারিত না ও আমাদের সাহায্য বিনা এক বৎসর কালও স্থায়ী হইত না। এই সুদৃশ্যটি আমরা পৃথিবীর সম্মুখে প্রকাশিত করিয়া আপনাদিগকে যথার্থ গৌরবান্বিত মনে করিতে পারি। কিন্তু একথা থাক্—ভারতবর্ষ হইতে আমাদের পুণ্য লাভের কথা হইতেছে না—

আসল প্রশ্ন জিজ্ঞাস্য এই, তাহা হইতে আমাদের বৈষয়িক লাভ কতদূর হইতেছে ?

এক এই লাভ অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে আমাদের মধ্যে অনেক গুণবান্ ও কর্ম্মিষ্ঠ লোক, যাহাদের কর্ম্মক্ষেত্র আমাদের দেশে অতি সঙ্কীর্ণ, তাহাদে জন্য ভারবর্ষে অনেক গুলি উচ্চ অর্থকর যশস্কর পদ উন্মুক্ত রহিয়াছে। ইহা অপেক্ষাও অধিকতর লাভ এই যে, ভারতবর্ষীয় সিবিল সর্বিস সাধারণের জন্য মুক্ত হওয়াতে বিদ্যা-শিক্ষার বিশেষ উত্তেজনা লাভের এবং গুণ ও পরিশ্রমের পুরস্কার প্রদানের এক প্রকৃষ্ট উপায় যোজনা হইয়াছে। আমরা ভারতবর্ষের প্রশস্ত কার্য্যালয়ে প্রবেশ করিয়া যে সকল নিয়ম বন্ধন করিয়াছি তাহাতে আমাদের গুণবান্ বিদ্বান্ যুবকগণ যেমন তাহাদের উপ-যুক্ত কর্ম্ম-ভূমি পাইতেছে সেই অনুসারে ভারতবর্ষীয়দেরও উপকার সংসাধিত হইতেছে।

"ভারতবর্ষীয় রাজস্বের সদ্ব্যয় ও শৃঙ্খলা-বন্ধন আমাদের সামান্য গৌরবের বিষয় নহে। লবণের উপর অযথোচিত কর ও শুল্ক আদায় সম্বন্ধে আর যে কতকগুলি দোষ ও অন্ধতা দৃষ্ট হয়, কালে তাহা বিলুপ্ত হইবে। যাহা হউক, ইহা মুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে পারে যে, বার্ত্তাশাস্ত্রের নিয়ম বহির্ভূত যে সকল শুল্ক ইউরোপের প্রধান প্রধান রাজ্যের রাজস্ব-প্রণালীর কলঙ্ক স্বরূপ তাহা হইতে আমরা ভারতবর্ষকে মুক্ত রাখিয়াছি। মানবজাতির এমন বিস্তৃত জন-সংখ্যার মধ্যে যে আমরা শান্তি ও মর্য্যাদা রক্ষা করিতেছি—যে সকল শক্তি পরস্পরের প্রতিঘাত ও বিনাশ সাধনে নিয়োজিত হইত তাহা যে পরিশ্রম ও বাণিজ্য ব্যবসায়ে নিযুক্ত করিতে পারিয়াছি ইহাও বিশেষ প্রশংসার বিষয় বলিতে হইবে। প্রজার প্রতি রাজার

কর্ত্তব্য কি—প্রজাদের পরস্পর কিরূপ সদ্ভাবে চলা কর্ত্তব্য তাহার উচ্চ আদর্শ আমরা আর আর জাতির সম্মুখে ধারণ করিয়া জগতের কল্যাণ সাধনে সমর্থ হইতেছি। ভারতরাজ্য হইতে আমাদের যাহা কিছু উপকার লাভ হইতেছে তাহার তালিকা এক প্রকার প্রদর্শিত হইল। আর অধিক কিছু ভাবিয়া পাওয়া যায় না। এখন অন্য দিকটা দেখা যাউক—এই সকল উপকার সাধনের জন্য আমাদের কতটা ক্ষতি স্বীকার করিতে হইতেছে।

"কোন কোন জ্ঞানবান্ বিচক্ষণ ব্যক্তির মত এই যে, ভারতবর্ষ অধিকারে আমাদের মহা কার্য্যদক্ষতা ও দূরদর্শিতা প্রকাশ পাইতেছে। তাহার উত্তর এই—যদি ইহা হইয়া থাকে ত তাহা আমাদের ভাগ্যের গুণে—বুদ্ধিবলে নহে, কেন না ভারত-বিজয় ইংলণ্ডের মতামত-সাপেক্ষ ছিল না। ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্ট ও প্রজাগণ, ভারত-বিজয়ে যাহাদের প্রকৃত ইষ্টানিষ্ট, তাহাদের সে বিষয়ে কোন হস্ত ছিল না। পলাসীর যুদ্ধ হইতে একবার আমাদের রাজত্ব স্থাপিত হইবার পর, বিগ্রহের পর সন্ধি, সন্ধির পর বিগ্রহে দেশীয় রাজ্য সকল ক্রমে আমাদের পদতলে বিদলিত হইল। আমরা প্রথম হইতে একেবারে হস্তক্ষেপ না করিতাম সে এক, কিন্তু কতক দূর অগ্রসর হইয়া এখন 'থামা যাক্ আর কাজ নাই' এরূপ বলিবার আর আমাদের সামর্থ্য রহিল না। এখন ত আমাদের অবস্থা আরো ভয়ানক হইয়া উঠিয়াছে। এখন আর আমাদের পিছু হটিবার যো নাই। এই কোটি কোটি প্রজাপুঞ্জ যে রাজ্যের অধীন ছিল তাহা আমরা স্বার্থ সাধন-উদ্দেশে বিনষ্ট করিয়া তাহাদের উপর রাজত্ব স্থাপন করিবার ভার লইয়াছি। ইহা নিশ্চয় যে এখন আর আমাদের মত পরিবর্ত্তনের উপায় নাই, আমরা স্বহস্তে দেশীয় রাজ্য

উচ্ছিন্ন করিয়া এক্ষণে প্রজাদিগকে অরাজকতার অন্ধকূপে পুনরায় নিক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইতে পারি না। বহুদূরস্থ ভবিষ্যকালেও কখন যে এমন সময় আসিবে যখন ভারতবর্ষ স্বাধীন ভাবে স্বরাজ্য পরিচালনে সক্ষম হইবে তাহারও কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না। ভারতবর্ষের সহিত আমাদের বিচ্ছেদ দুই কারণে হইতে পারে, হয় ভিতর হইতে বিদ্রোহোৎপত্তি—অথবা বাহির হইতে শত্রুর আক্রমণ। ভারতের সহিত আমাদের ভাগ্য এরূপ সংশ্লিষ্ট হইয়া গিয়াছে যে ইচ্ছা করিলেও আমরা সে সম্বন্ধ ভগ্ন করিতে পারি না। ইহা আমাদের সামান্য বিপদ নহে। দূরদর্শী রাজা এমন কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন না যাহাতে স্বীয় রাজ্যের ভাবী ভাগ্যের উপর নিজের অধিকার একেবারে তিরোহিত হয়। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আমরা এইরূপ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি সন্দেহ নাই।

"ভারতবর্ষের রাজস্ব সম্বন্ধেও আমাদের ঘোরতর সঙ্কট উপস্থিত হইতে পারে। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের কথার উপর নির্ভর করিয়া কোটি কোটি মুদ্রা ধার দেওয়া হইয়াছে—পার্লমেণ্ট পর্য্যন্ত এই ঋণের সঙ্গে জড়িত। মনে কর, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট কোন কারণে এই ঋণের টাকা প্রদানে অসমর্থ হন। তখন যদি উত্তমর্ণগণ বিটিষ ধনকোষের উপর দাবী করিতে প্রবৃত্ত হয় ত তাহা খণ্ডন করা আমাদের পক্ষে সহজ হইবে না। বলা যাইতে পারিবে যে পার্ল-মেণ্টের অধীনস্থ ব্রিটিষ-রাজ্যের রাজমন্ত্রীগণ স্বয়ং এই টাকা কর্জ্জ করিয়াছেন ও ঐ টাকা পরিশোধের জন্য রাণী নিজে কথা দিয়া দায়ী হইয়াছেন।

"ভারতবর্ষ অধিকার করিয়া—শুধু অধিকার নয়, তথায় শান্তি ও সুশৃঙ্খলা স্থাপন করিয়া আমাদের এক লাভ এই হইয়াছে যে,

সে দেশে আমাদের বাণিজ্য ব্যবসা নির্ব্বিঘ্নে চলিবার সুবিধা হইয়াছে। পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশের সহিত ইংলণ্ডের বাণিজ্য ব্যবসায় ঘটিত সম্বন্ধ—সেই সকল দেশে রাজ্যের সুব্যবস্থা শান্তি ও ধন সমৃদ্ধি স্থায়ী হইলে তাহাতে ইংলণ্ডের নিজের স্বার্থ সন্দেহ নাই। কিন্তু এই স্বার্থের পূর্ণ ফল লাভের জন্য ইহা আবশ্যক যে অন্যান্য স্থানে তাহারা যে মূল্যে যে প্রকার সামগ্রী পাইতে পারে আমরা তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সামগ্রী অল্প মূল্যে আনয়ন করি। কিন্তু ইহা সকল সময় হইয়া উঠে না। ভারতবর্ষে শ্রমের মূল্য অপেক্ষাকৃত সুলভ, এই জন্য এবং অন্যান্য কারণে ভারতবর্ষীয়গণ আমাদের ঘোরতর প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিতেছে। অতএব বাণিজ্য সম্বন্ধীয় লাভ অপ্রতিহত ও স্থায়ী লাভ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।

"এই সম্বন্ধে আর একটী গুরুতর বিষয় বিবেচনা করা আবশ্যক। ভারতের উপর আমাদের যে অধিকার তা কিসের বলে? বাহির হইতে বিদেশীয় শত্রুর আক্রমণের ভয় বিচার-যোগ্য কিন্তু তাহা দূরে থাকুক, ইহা ত অপ্রকাশ নাই যে আমাদের রাজত্ব রক্ষাহেতু সেই উষ্ণদেশে প্রায় ৭০০০০ ব্রিটিষ-সৈন্য রাখিবার প্রয়োজন হইতেছে। আমরা দেশীয়দের সদ্ভাব রক্ষা ও প্রীতি আকর্ষণ করিবার জন্য যতই চেষ্টা করি না কেন তথাপি ব্রিটিষ-সৈন্যের সাহায্য ব্যতীত আমাদের চলে না। আর কোন কালে যে তাহা ছাড়িয়া চলিবে তাহারও কোন সম্ভাবনা নাই। এই সকল সৈন্য রক্ষার জন্য যে ব্যয়ের আবশ্যক তাহা ভারতবর্ষীয় রাজস্ব হইতে নির্ব্বাহিত হয় সত্য, তথাপি এই কারণে আমাদিগকে অল্প ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় না। আমাদের রাজ্য সম্বন্ধীয় স্বাধীনতা এইরূপ যে, আমরা কোন প্রজাকে তাহার ইচ্ছা বিরুদ্ধে সৈন্যদলে ভুক্ত করিতে পারি না।

আমরা যে কেবল লোকসংখ্যায় দরিদ্র তাহা নয় কিন্তু অপরাপর স্থলে অধিক বেতনে কর্ম্ম লাভের যেরূপ সুবিধা তাহাতে সৈন্য-সংখ্যা হ্রাস হইবার আর এক প্রধান কারণ বিদ্যমান রহিয়াছে। ভারতবর্ষ তাঁহার নিজের সন্তানগণকে ভক্ষণ করেন না বটে কিন্তু ইউরোপীয় রাজপুরুষদের উপর তাহার এরূপ কটাক্ষ যে ঐ দেশের জলবায়ুর গুণে ইউরোপীয়দের যে ধ্বংস, তাহা অনেক ঘোর রক্ত-স্রাবী যুদ্ধ-জনিত নিপাতের সমতুল্য। ১৮৫৭ সালের সিপাই বিদ্রোহের ফল কি হইয়াছিল বিবেচনা কর। আমরা তৎপূর্ব্বে যে যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলাম তাহাতে আমাদের সৈন্য-সংখ্যা ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছিল। আমাদের ভারতবর্ষীয় সৈন্যদলও নানা কারণে ক্ষীণতা প্রাপ্ত হইয়াছিল ও সে ক্ষতি পূরণ না হইতে হইতেই ভারতবর্ষে এক মহা বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হইল। কত কষ্টে কত সাহসী ও অনুরাগী ব্রিটিষ-সৈন্যের অতুল বীর্য্য উদ্যম সাহস পরা-ক্রমে—কি ভয়ানক হত্যাকাণ্ডের পর তবে আমাদের রাজ্য প্রলয়-দশা হইতে উদ্ধার পাইল। ইহা যেন কেহ মনে না করেন এইরূপ সঙ্কট চলিয়া গিয়াছে, আর আসিবে না। যদি ইংলণ্ড আর এক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন ত আমাদের সৈন্যাভাব তেমনই উপলব্ধি হইবে—তেমনি বিপদ উপস্থিত হইবে। মনে কর সিপাই বিদ্রোহ আর এক বৎসর পূর্ব্বে সঙ্ঘটিত হইত অথবা ক্রাইমিয়ার যুদ্ধ আর এক বৎসর অধিক স্থায়ী হইত তাহা হইলে কি হইত? তাহা হইলে রুসিয়ার রণক্ষেত্রে আমাদের আরো অধিক সৈন্য পাঠাইবার আবশ্যক হইত। আবার এদিকে ভারতবর্ষে আমাদের অল্পসংখ্যক প্রপীড়িত সৈন্য-দলের সাহায্যে লোক না পাইলে সিবিলিয়ন দলের ইংরাজগণ ও তাহাদের অসহায় স্ত্রীপুত্রদের সমূহ বিপদ উপস্থিত—

এরূপ স্থলে কি করা যাইত? উভয় পক্ষ রক্ষা করিতে কি আমরা কৃতকার্য্য হইতাম? তাহা না হইলে কোন্ পক্ষকে কাল-কবলে ছাড়িয়া দিতে প্রবৃত্ত হইতাম?

"যে সকল লেখক ও বক্তা ভারতবর্ষকে ইংলণ্ডের রাজমুকুটের মহামূল্য মণি বলিয়া বর্ণনা করে তাহাদের বাক্যের সত্যতা বিষয়ে এখন আমরা বিবেচনা করিতে পারি। তাহাদের মতে ভারতবর্ষ গেলেই উরোপীয় রাজ্য-মণ্ডলীতে ইংলণ্ডের প্রাধান্য বিনষ্ট হইবে। আমাদের মত ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। যদি কখন আমাদিগের বিপদে পড়িতে হয় ত সে কেবল ভারতবর্ষেরই জন্য। আমরা অতীত ঘটনা হইতে যে শিক্ষা ও বহুদর্শিতা লাভ করিয়াছি তাহা ইউরোপীয় জাতিদের সহিত ব্যবহারে কার্য্যে আসিতে পারে। আমরা আমাদের পরস্পরের ভাব বুঝিতে পারিয়াছি—আমাদের মতাভিমত উদ্দেশ্য অনেকটা সমান। কিন্তু ভারতবর্ষীয়দের মনোগত অভিপ্রায় বোধে আমরা কত দূর কৃতকার্য্য হইয়াছি? এইরূপ শুনা যায় যে ভারতবর্ষীয় মুসলমানদের বিশ্বাস এই যে আমরা তুর্কির সুলতানের করদ আশ্রিত প্রজা। চর্বিযুক্ত কার্টিজে যেমন সিপাহি বিদ্রোহের সূত্রপাত হয়—পাগড়ীর আকার পরিবর্ত্তনে যেমন বেলোর বিদ্রোহ সমুদ্ভূত হয়, কে বলিতে পারে কখন এইরূপ কোন সামান্য কারণে আমাদের ভারতবর্ষীয় রাজ্যে মহা হুলুস্থূল বাধিয়া যাইবে।"

বোম্বাই চিত্র।

সম্পূর্ণ।